নর্থওয়েস্টওয়ার্ড

টমাস ট্রাম্বুল ইমানুয়েল রবিনকে নিচু গলায় বলল, 'এতদিন কোথায় ছিলে ? এক হপ্তা ধরে খুঁজছি তোমাকে।'

মোটা কাচের চশমার আড়ালে চোখজোড়া যেন দপ করে জ্বলে উঠল রুবিনের, পাতলা দাড়ি খাড়া হয়ে উঠল, 'আমি এক হপ্তার জন্যে বার্কশায়ার্সে গেছিলাম। জানতাম না এ জন্যে তোমার অনুমতি নিতে হবে।'

'তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল।'

'তাহলে এখন বল। এই তো আছি আমি।'

ট্রাম্বুল দ্রুত একবার চোখ বুলাল চারপাশে। ব্ল্যাক উইডোয়ার্সরা মিলানোতে মাসিক ব্যাংকোয়েটে গিয়েছিল, ট্রাম্বুলকে যথাযথ সময়ে ওখানে হাজির থাকতে হয়েছে সে হোস্ট বলে।

সে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই আস্তে কথা বল, ম্যানি। এখন ফ্রিভাবে কথা বলতে পারব না।' ফিসফিস করল ও। 'বিষয়টা আমার এক অতিথিকে নিয়ে।'

'তাকে নিয়ে কি ?' লম্বা, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চেহারার বয়স্ক এক লোকের দিকে তাকাল রুবিন। তিনি দূর প্রান্তে জিওফ্রে আভালনের সঙ্গে গল্পে মশগুল। ভদ্রলোক আভালনের চেয়ে দুই ইঞ্চি লম্বা। বলা উচিত এখানকার সবার চেয়ে লম্বা তিনি। রুবিন আভালনের চেয়ে ইঞ্চিদশেক খাটো। খিকখিক করে হাসল সে।

'আমার ধারণা বারবার মাথা উঁচু করে কথা বলতে বলতে ঘাড় ব্যথা হয়ে যাবে জেফের।'

'আমার কথা শুনবে তুমি ?' বলল ট্রাম্বুল। 'আমি আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু তোমাকে নিয়েই আমার দুশ্চিন্তা বেশি। আর তোমার সঙ্গে যোগযোগও করতে পারিনি।'

www.banglainternet.com

'কিন্তু দুশ্চিন্তাটা কী নিয়ে ? আসল কথায় এস।'

'আমার অতিথির কথা বলছিলাম। অদ্ভুত একটা মানুষ।'

'উনি যদি তোমার অতিথি হয়ে থাকেন—'

'শ্ শ্। লোকটা ইন্টারেস্টিং তবে পাগল নয়। তোমার কাছে ওকে অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবে আমি চাই না তুমি ওকে নিয়ে কোনো তামাশা করো উনি ওনার মতো থাকুক। ওনার অদ্ভুত ব্যাপারটুকু মেনে নিতে হবে।'

'উনি অদ্ভুত কেন ?'

'ওনার একটা ফিক্সড আইডিয়া রয়েছে। তবে ওকে নিয়ে তামাশা করো না। তাকে তার মতো থাকতে দাও।'

'কিন্তু এটা গ্রিলিং-এর সমস্ত নিয়মকানুনের অবমাননা করছে।'

'সামান্য। তোমাকে আমি একটু বিনীত হয়ে থাকতে বলছি, দ্যাটস অল। সবাই এতে রাজি হয়েছে।'

সরু হয়ে এল রুবিনের চোখ। 'চেষ্টা করব। তবে টম, এ লোক যদি গ্যাগ টাইপের হয়—যদি কোনো কিছুর জন্যে আমাকে সেটআপ করা হয়—আমি কিন্তু এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাব, এবং তোমার চোখে ঘুসি বসিয়ে দেব।'

'এর মধ্যে কোনো গ্যাগ ফ্যাগের ব্যাপার নেই।'

রুবিন হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়ে পড়ল। মারিও গোনজালোর কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখল সে অতিথির ক্যারিকেচার আঁকতে ব্যস্ত। তবে ঠিক ক্যারিকেচার নয়। গিবসন ম্যান-এর মতো লাগছে দেখতে। কালার অ্যাড।

রুবিন ছবিটা দেখল, তারপর তাকাল অতিথির দিকে। বলল, 'তুমি লাইনগুলো বাদ দিয়ে দিচ্ছ, মারিও।'

'ক্যারিকেচার হল,' বলল গনজালো, 'আর্ট অব ট্রুথফুল এক্সাজারেশন, ম্যানি। কোনো লোককে যদি বয়স হবার পরেও সুন্দর দেখায়, লাইন নিয়ে পড়ে থেকে ইফেক্টটাকে নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।'

'নাম কি ওঁর ?'

'জানি না। টম নাম বলেনি আমাকে। বলেছে গ্রিলিংকে জিজ্ঞেস করার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।'

রজার হ্যালস্টিড ড্রিঙ্কের গ্লাস নিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে এল, নিচু গলায় বলল, 'টম সারা হপ্তা তোমাকে খুঁজেছে, ম্যানি।'

www.banglainternet.com

'বলেছে আমাকে। এখানে দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে।'

'ও কী চায় ব্যাখ্যা করেছে কিছু?'

'ব্যাখ্যা করেনি। শুধু বলল ভালো হয়ে থাকতে।'

'থাকবে?'

'থাকব। তবে এটা যদি কোনো ঠাট্টা হয়—'

'না, সিরিয়াস।'

ওয়েটারদের মতো নরম গলায় ঘোষণা করল হেনরি, 'ভদ্রমহোদয়গণ, ডিনার পরিবেশন করা হয়েছে।'

সবাই বসে গেল ক্রাবলেগ ককটেল খেতে।

সাধারণ ভোটে পাস হবার পরে খাওয়ার সময় ধূমপান নিষেধ। তাই জেমস ড্রেক সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে পিষে নিভিয়ে ফেলল, ওটা দিল হেনরিকে।

সে বলল, 'হেনরি ঘোষণায় আমাদের অতিথি সুপারম্যানকে নিয়ে যে আলোচনা করছিলেন তাতে সাময়িক বিঘ্ন ঘটেছিল। আপত্তি না থাকলে গল্পটা আবার শুনতে চাই।'

মাথা দোলালেন অতিথি, এই মাত্র সুস্বাদু ভিল ম্যারেঙ্গো শেষ করেছেন। বললেন, 'আমি বলছিলাম সুপারম্যান ছিল প্রাচীন ট্রাডিশনের একটি হাস্যকর অনুকরণ। হিরোদের নিয়ে সাহিত্যের একটা শাখা সব সময়ই ব্যস্ত থেকেছে এই হিরোরা মানুষ হলেও তাদের শক্তি এবং সাহসের তুলনা নেই। হিরো হওয়া উচিত সুপার নরম্যাল, সুপার ন্যাচারাল নয়।'

'অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট,' তার স্বভাবসুলভ উদাত্ত, গম্ভীর সুরে বলল আভালন, 'আমি এ কথার সমর্থন করছি। হারকিউলিস, একিলিস, গিলগামেশ, রুস্তম এ ধরনের চরিত্র সব সময়ই ছিল—'

'আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি, জেফ,' অমঙ্গলের সুর রুবিনের কণ্ঠে।

আভালন মসৃণ গলায় বলে চলল, 'এমনকি আধা শতাব্দী আগেও রবার্ট হাওয়ার্ডের কোনানকে মডার্ন লিজেন্ড হিসেবে আমরা ডেভেলপমেন্ট করেছি। এরা সকলেই আমাদের মতো ক্ষীণকায়দের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। তবে তারা দেবতা নয়। তারাও ব্যথা পেতেন, আহত হতেন, এমনকি মারাও যেত। গল্পের শেষে সাধারণত এমনটাই ঘটত।'

www.banglainternet.com

'ইলিয়াডে,' তর্কের গলায় বলল রুবিন, 'দেবতারাও আহত হয়েছেন। আরিস আফ্রোদিতি দু'জনেই আহত হয়েছেন ডিওমেডিসের দ্বারা।'

'হোমার লেখার স্বাধীনতা পেয়েছিলেন,' বলল অতিথি। 'কিন্তু হারকিউলিসের সঙ্গে সুপারম্যানের তুলনা করে দেখুন। সুপারম্যানের আছে এক্স-রে চোখ, সে প্রটেকশন ছাড়াই মহাশূন্যে উড়ে বেড়াতে পারে, তার গতি আলোর চেয়েও দ্রুত। কিন্তু হারকিউলিসের ক্ষেত্রে এসব খাটে না। কিন্তু সুপারম্যানের শক্তিসামর্থ্য নিয়ে উত্তেজনা কোথায়, কোথায় রোমাঞ্চ ফেয়ারনেসই বা কই ? সে যেসব লোকের সঙ্গে মারামারি করে তারা শক্তিতে সুপারম্যানের কাছে নস্যি।'

ড্রেক বলল, 'এসব হিরোদের নিয়ে আরেকটা সমস্যা—এরা সবাই পেশিশক্তিতে বলীয়ান। সিগফ্রিডের কথা ধরুন, তার যদি মাথায় অনেক বুদ্ধি থাকত, কখনো তা দেখাতে যেত না।'

'আবার প্রিন্স ভ্যালিয়ান্টের উদাহরণ টানা যায়,' বলল হ্যালস্টেড। 'কিংবা ওডিসিয়াস।'

'রেয়ার এক্সেপশনস।' মন্তব্য করল ড্রেক।

রুবিন ঘুরল অতিথির দিকে। 'গল্পের বইয়ের হিরোদের প্রতি আপনার বিশেষ আকর্ষণ দেখছি।'

'তা ঠিক,' শান্ত গলায় বলল অতিথি। 'এটাকে আমার ফিক্সড আইডিয়া বলতে পারেন। আমি এ আইডিয়া নিয়ে সব সময়ই কথা বলি।'

ট্রাম্বুল তার পানির গ্লাসে চামচের বাড়ি মেরে ঠনঠন শব্দ তুলছিল, ওই সময় হেনরি ব্রান্ডি পরিবেশন করেছে। ট্রাম্বুল বলল, 'আমাদের অতিথিকে গ্রিলিং করার সময় উপস্থিত। এ সম্মানটা দেয়ার জন্যে আমি ম্যানি রুবিনের নাম প্রস্তাব করছি।'

রুবিন কটমট করে তাকাল ট্রাম্বুলের দিকে। তারপর অতিথিকে বলল, 'স্যার, এটা আমাদের প্রথা যে অতিথিকে জিজ্ঞেস করব তার অস্তিত্বকে জাস্টিফাই করা। টম আপনার নাম বলেনি। আপনার নামটা জানতে পারি কি ?'

'অবশ্যই,' জবাব দিলেন অতিথি, 'আমার নাম ব্রুস ওয়েন।'

রুবিন গভীর দম নিয়ে বলল, 'বেশ, মি. ওয়েন। আমরা হিরোদের নিয়ে যেহেতু কথা বলছিলাম তাই একটা প্রশ্ন না করে পারছি না—কমিক স্ট্রিপ হিরো ব্যাটম্যান কি আপনাকে দারুণভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ? কারণ ব্রুস ওয়েন ব্যাটম্যানের আসল নাম, সম্ভবত জানেন আপনি।'

www.banglainternet.com

'জানি আমি,' বললেন ওয়েন, 'কারণ আমিই ব্যাটম্যান।'

এ কথা শুনে টেবিলে বেশ একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হল, এমনকি সহজে যে চঞ্চল হয় না, সেই হেনরির চোখও কপালে উঠে গেল। ওয়েন এ ধরনের প্রতিক্রিয়ায় অভ্যস্ত। সে চুপচাপ ব্রান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

রুবিন চট করে একবার ট্রাম্বুলের দিকে তাকাল, তারপর সাবধানে বলল, 'আপনি এ কথা বলার মানে নিজেকে কমিক স্ট্রিপের হিরো বলে দাবি করছেন। নাকি ব্যাটম্যান নাম নিয়েছেন?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন,' হাসলেন ওয়েন, 'আমি আপনাদেরকে বলছি না যে আমিই সেই কমিক স্ট্রিপের ব্যাটম্যান। আমি একজন থ্রি ডাইমেনশনাল জ্যান্ত মানুষ, এবং এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ সচেতনও। তবে আমি কমিক স্ট্রিপ ক্যারেক্টার ব্যাটম্যান দ্বারা সাংঘাতিক প্রভাবিত।'

'কিভাবে প্রভাবিত হলেন?' জিজ্ঞেস করল রুবিন।

'অতীতে, যখন আমি এখনকার চেয়ে অনেক বেশি তরুণ ছিলাম।'

'আপনার এখন বয়স কত?' আচমকা প্রশ্ন করে বসে হ্যালস্টিড।

হাসলেন ওয়েন। 'টম আমাকে বলেছে সমস্ত প্রশ্নের জবাব বিশ্বস্ততার সাথে দিতে। আমার এখন ৭৩ চলছে।'

হ্যালস্টিড বলল, 'কিন্তু দেখে তো মনে হয় না, মি: ওয়েন। মনে হয় মাত্র পঞ্চাশ পেরিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ। আমি শরীর ঠিক রাখার চেষ্টা করি।'

রুবিন অধৈর্য গলায় বলল, 'আমার প্রশ্নে কি ফিরে আসবেন, মি. ওয়েন? নাকি আবার করব প্রশ্নটা?'

'না, আমার মনে আছে আপনার প্রশ্ন। যখন আমি এখনকার চেয়ে তরুণ ছিলাম, বিভিন্ন ল এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির কাজ করে দিয়েছি। ওই সময় কমিক স্ট্রিপের হিরো হতে পারলে পয়সা মিলত। আমার এক বন্ধু একটি ক্যারেক্টারের মডেল হতে বলল আমাকে। ওই সময় ব্যাটম্যানের সৃষ্টি হয়েছে।

'তবে আমি বলেছিলাম ব্যাটম্যানকে কোনো সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার দেয়া যাবে না, তার ক্ষমতা এবং সামর্থ্য থাকবে মানুষের মতো।'

আভালন বলল, 'এজন্যে সুপারম্যান আপনাকে বিরক্ত করে বুঝতে পারছি। টিভিতে ব্যাটম্যানকে নিয়ে তো সিরিজও হয়েছে। হোয়াট অ্যাবাউট দ্যাট?'

www.banglainternet.com

'টিভি সিরিজের কথা মনে আছে আমার। বিশেষ করে জুলি নিউমার যে ক্যাটউইম্যানের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তার সঙ্গে বাস্তবে দেখা করার শখ ছিল আমার।'

'বেশ,' বলল ড্রেক। খাওয়া শেষ। তাই এখন সিগারেট ধরান চলে। তবে সিগারেটটা মুঠোর মধ্যে আড়াল করে রাখল যাতে ধোঁয়া উঠতে না পারে। 'মনে হচ্ছে চমৎকার জীবনযাপন করছেন আপনি। আপনি কি ব্যাটম্যানের মতো কোটিপতি?'

'অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট,' জবাব দিলেন ওয়েন, 'আমি যথেষ্ট সচ্ছল। শহরতলিতে আমার প্রকাণ্ড একখানা বাড়ি আছে, সাথে জাদুঘরও রয়েছে। তবে জানেনই তো আমরা সবাই মানুষ। আমারও নানা সমস্যা আছে।'

'বিয়ে করেছেন? বাচ্চা কাচ্চা আছে?' জিজ্ঞেস করল আভালন।

'না। এ ক্ষেত্রেও ব্যাটম্যানের সঙ্গে মিল আছে আমার। বিয়ে করিনি আমি। সন্তানও নেই। তবে এগুলো সমস্যা নয়। আমার এক বাটলার আছে সে ঘর গেরস্থালি সামলায়। কয়েকটা চাকর আছে, এরাও টুকটাক কাজ করে দেয়।'

'কমিক স্ট্রিপে,' বলল গোনজালো, 'আপনার বাটলার তো আপনার বন্ধু এবং বিশ্বস্ত মানুষ, ঠিক?'

'আ—হা, ঠিক,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি।

রুবিনকে চিন্তামগ্ন মনে হল। বলল, 'জাদুঘর সম্পর্কে কিছু বলুন, মি. ওয়েন। কী ধরনের জাদুঘর ওটা? সায়েন্স অ্যান্ড ক্রিমিনোলজির কোনো হেড কোয়ার্টার!'

'আরে না। আমার জাদুঘরে অনেক কিউরিও আছে। অনেক জিনিস তৈরি করা হয়েছে ব্যাটম্যান কার্টুন দেখে। ব্যাটম্যানে যা যা দেখানো হয়েছে সবই আছে আমার কাছে। ব্যাটম্যান নোটপেপার, ব্যাট মোবাইলের বড় আকারের মডেল, কমিক স্ট্রিপের প্রতিটি চরিত্রের মূর্তি, ব্যাটম্যানকে নিয়ে প্রচ্ছদ করা প্রতিটি পত্রিকা, টিভি শো'র সমস্ত ক্যাসেট, ইত্যাদি আরো অনেক কিছু।

'এসব জিনিস সংগ্রহ করে আনন্দ পাই আমি। বিশ্বাস করি, এ স্ট্রিপ আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। ওটা আমার অংশ হয়ে উঠবে এবং আমার মৃত্যুর পরেও স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমার স্মৃতি জাগিয়ে রাখার জন্যে আমার কোনো সন্তান-সন্ততি নেই এবং ইতিহাসের অংশ হবার জন্যে বাস্তব

www.banglainternet.com

জীবনে তেমন কিছু করেও যেতে পারিনি। তবে আমার ফিকশনাল লাইফের এসব এভিডেন্স আমাকে সামান্য হলেও অমর করে রাখবে।'

রুবিন বলল, 'আপনি আপনার সমস্যার কথা বলছিলেন। সমস্যাটা কি বাটলারকে নিয়ে ? তার নাম কী ?'

'আমার বাটলারের নাম সেসিল পেনিওয়ার্থ।' বললেন অতিথি।

'আলফ্রেড পেনিওয়ার্থের কথা বলছেন না তো ?' জানতে চাইল হ্যালস্টিড।

'কথার মধ্যে বাধা দিও না,' বলল ট্রাম্বুল।

ওয়েন বললেন, 'কথার মধ্যে বাধা দিলেও কিছু মনে করব না। আলফ্রেড পেনিওয়ার্থ সত্যি আমার বাটলারের নাম, তার অনুমতি নিয়ে নামটা কমিক স্ট্রিপে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে তার বয়স আমার চেয়েও বেশি। সে মারাও গেছে। কমিক স্ট্রিপের ক্যারেক্টারদের বয়স বাড়ে না, তাদের মৃত্যুও হয় না। তবে বাস্তব জীবন ভিন্ন জিনিস। আমার বর্তমান বাটলার আলফ্রেডের ভাতিজা।'

'আলফ্রেডের বিকল্প হতে পেরেছে সে ?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল ড্রেক।

'আলফ্রেডের বিকল্প কেউই কোনোদিন হতে পারবে না। তবে সেসিলের কাজ সন্তোষজনক—' ভুরু কুঁচকে গেল ওয়েনের—শুধু একটা ব্যাপার বাদে। আর সমস্যা ওটাকে নিয়েই।

'কমিক স্ট্রিপ হিরোদের কনভেনশনে মাঝে মাঝে আমি যোগ দিই। নিজে ব্যাটম্যান সাজি বলে অহংকার করি না, ব্যাটম্যানের মতো হাতাবিহীন কোটও পরি না, যদিও প্রকাশকরা মাঝে মাঝে অভিনেতা ভাড়া করে ও কাজটি করান।'

'আমি ব্যাটম্যানকে নিয়ে সংগৃহীত বস্তুর প্রদর্শনী করি। মাঝে মাঝে আমার প্রকাশকরা কনভেনশনাল আইটেমের ব্যবস্থা করেন বিক্রির জন্যে টাকার জন্যে নয়। মানুষের মনে ব্যাটম্যানের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে। বাণিজ্যিক বিষয় নিয়ে আমি কখনো ভাবি না। আমি যা করি তা হল—কিছু বিশেষ কিউরিও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি যা বিক্রির জন্যে নয়। বস্তুগুলো আমি দেখাই এবং এর ওপরে ছোটখাট লেকচার দিই। লেকচারেরও পাবলিসিটি ভ্যালু রয়েছে।

'এ কথা বলার প্রয়োজন পড়ে না যে, প্রদর্শনীর বস্তুগুলোর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা দরকার। কোনো কোনো জিনিসের অন্তর্মুখ মূল্য না থাকলেও

www.banglainternet.com

ওগুলোর মূল্য আমার কাছে অনেক বেশি, কখনো বা ভক্তদের কাছেও। কেউ কেউ সুযোগ পেলে ওগুলো হাতিয়ে নেয়ারও চেষ্টা করে।

'আমি কোনো কোনো দুর্বৃত্তের টার্গেটও বটে। অন্তত দু'বার আমার জাদুঘরে চুরির চেষ্টা করা হয়েছে, তবে আমার সফিস্টিকেটেড সিকিউরিটি সিস্টেম সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। আপনি হাসছেন, মি. আভালন। তবে আমার সংগ্রহের কিছু বস্তু, অনেকের কাছে তুচ্ছ মনে হলেও ওগুলোর আর্থিক মূল্য আছে।

'এর মধ্যে একটি হল ব্যাটম্যান রিং। একটি এমারেল্ডে বাদুড় আকৃতিটি কেটে বসান ওই রিং-এ। এমারেল্ডটি আমার খুব প্রিয় জিনিস। এটি খুব কমই আমি ডিসপ্লেতে রাখি।

'বছরখানেক আগে, মিনিয়াপোলিসে একটি কনভেনশনে যাবার কথা ছিল আমার, তবে যেতে পারিনি অসুস্থতার কারণে। নিয়মিত ব্যায়াম করলেও বয়স তো বাড়ছে। তাই শরীর-স্বাস্থ্য আর আগের মতো নেই।

'যাহোক, সেসিল পেনিওয়ার্থকে বললাম আমার বদলে কনভেনশনে যোগ দিতে। মাঝে মাঝে দু'একটা অনুষ্ঠানে আমার বদলে ওকে পাঠিয়েছি আমি। তবে বড় কোনো অনুষ্ঠানে নয়। ডিসপ্লে'র জন্যে কিছু বিশেষ জিনিস নিয়ে যাবার কথা ছিল এবারের কনভেনশনে। তবে সেসিলের ওপর ভরসা করতে পারছিলাম না বলে ছোটখাট কিছু জিনিস ভরে দিলাম একটা সুটকেসে। বললাম এসব জিনিসের ওপরে যেন তীক্ষ্ণ নজর রাখে সে।

'মিনিয়াপোলিসে গিয়ে সেসিল ফোন করে জানাল ঠিকঠাকমতো পৌঁছেছে সে। ঘণ্টাকয়েক পরে আবার ফোন করে বলল ওর সুটকেস খোলার চেষ্টা করেছে কে যেন।

'আশা করি ব্যর্থ হয়েছে,' বললাম আমি।

'সেসিল আমাকে নিশ্চিত থাকতে বলল। বলল ডিসপ্লেতে কোনো সমস্যা নেই। জানতে চাইল আংটিটি ডিসপ্লেতে দেবে কি না। সস্তা জিনিস পাঠাচ্ছিলাম বলে মনে হচ্ছিল দর্শকদের সঙ্গে প্রতারণা করছি আমি। তাই ওরা যাতে আমার সবচে' মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য জিনিসটি দেখার সুযোগ পান ভেবে আংটিটি পাঠিয়ে দিই আমি। সেসিলকে বললাম আংটি প্রদর্শনীতে তো রাখতে পারে, তবে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে ওটার ওপর।

www.banglainternet.com

'দিন দুই পরে, আবার ফোন করল সেসিল। তখন সম্মেলন সমাপ্তির পথে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল।

"সব কিছু ঠিক আছে, মি. ওয়েন। তবে আমার সন্দেহ কেউ আমার পিছু নিয়েছে। অবশ্য ওদেরকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব। আমি নর্থওয়েস্টে যাচ্ছি। শীঘ্র দেখা হবে।"

'আমি উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইলাম, "তুমি বিপদের মধ্যে আছ নাকি?"

'জবাবে সেসিল শুধু বলল, "আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।" তারপর ফোন রেখে দিল।

'এরপরে কাজে লেগে গেলাম আমি—যেন ব্যাটম্যান পরিচালিত করতে লাগল আমাকে। অসুস্থতা গ্রাহ্য না করে অ্যাকশনের জন্যে প্রস্তুত হলাম। মনে হচ্ছিল কী ঘটবে তা যেন জানি আমি। সেসিলের যে পিছু নিয়েছে তার লোভ আমার সুটকেসের প্রতি, বুঝতে পারছিলাম আমি। আর সেসিল হিরোদের মতো শক্তিশালীও নয়। তাছাড়া ভালো একটা কাজ করেছে সে। নিউইয়র্কে না এসে যারা তার পিছু নিয়েছে তাদেরকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে এবং নিশব্দে অন্য রাস্তায় গিয়েছে। অনুসরণকারীদেরকে পেছন থেকে খসিয়ে দিতে পারলেই নিরাপদে নিউইয়র্কে ফিরে আসতে পারবে।

'আমি জানতাম সেসিল কোথায় আছে। আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় আমার বাড়ি আছে। এর মধ্যে একটি বাড়ি নর্থ ডাকোটায়, ছোট্ট, মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না এমন জায়গায়। আমার ব্যক্তিজীবন যখন অসহ্য সমালোচনার শিকার হয়, নিসঙ্গতা খুঁজতে আমি ওখানে চলে যাই।

'সেসিল, আমি আর কয়েকজন লিগাল রিপ্রেজেন্টিটিভ ছাড়া কেউ জানে না ওই বাড়িটির মালিক আমি। ওখানে গেলে সেসিল নিরাপদে থাকতে পারবে। নর্থওয়েস্টওয়ার্ডে যাবার কথা বলে আমাকে সে তার আসল গন্তব্যের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। দ্রুত ফোন রেখে দেয়ার কারণ আশপাশেই হয়তো শত্রুপক্ষ ছিল। "শীঘ্র দেখা হবে" বলে বোঝাতে চেয়েছে আমি যেন নর্থ ডাকোটায় গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হই। তাকে রক্ষার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিতে চেয়েছে সেসিল। কারণ, আগেই বলেছি, ও হিরো টাইপের নয়।

'সকালে ফোন করল ও আমাকে, রাত হবার আগেই আমি নর্থ ডাকোটার বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তবে এখনো বরফ পড়তে শুরু

www.banglainternet.com

করেনি। নইলে মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রার নিচে, দুই ফুট বরফ ঠেলে আমাকে এগোতে হতো।'

গভীর মনোযোগ দিয়ে গল্প শুনছিল রুবিন, বলল, 'আপনার বাটলার অমন আবহাওয়ায় অন্য কোনো জায়গা বেছে নিতে পারত লুকানোর জন্যে। বলতে পারত সে সাউথইস্টওয়ার্ডে যাচ্ছে, আপনি ফ্লোরিডা যেতে পারতেন, অবশ্য ওখানে যদি আপনার কোনো বাড়ি থেকে থাকে।'

'জর্জিয়ায় আমার একটি বাড়ি আছে,' বললেন ওয়েন, 'তবে একদিক থেকে ঠিক কথাই বলেছেন আপনি। ওটাই ওর করা উচিত ছিল। যাহোক, নর্থ ডাকোটা পৌঁছে দেখি সেসিল যায়নি ওখানে। আমার কেয়ারটেকার (ওখানে ওরা আমাকে "মি. স্মিথ" বলে জানে) বলল কেউ আসেনি ও বাড়িতে। ভাবলাম, পথে বোধহয় কোনো ঝামেলায় পড়েছে সেসিল।

'সে রাতটা ও বাড়িতে আমার নির্ঘুম কাটল। পরদিন সকালেও যখন সেসিলের দেখা পেলাম না, পুলিশে ফোন করলাম। তারা জানাল কোন প্লেন, ট্রেন, বাস বা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের খবর তাদের জানা নেই। ভেবেছিলাম রোড অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সেসিল।

'আরো একটা দিন অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলাম। হয়তো ফেউদের ফাঁকি দেয়ার জন্যে সেসিল অন্য কোনো রাস্তা ধরে আসতে পারে, তাতে এক দু'দিন দেরি হওয়া বিচিত্র নয়।'

'তৃতীয় দিন সকালে আর অপেক্ষা করতে পারলাম না।। আমি তখন নিশ্চিত হয়ে গেছি মস্ত কোনো ভজকট হয়ে গেছে। নিউইয়র্কের বাড়িতে ফোন করলাম ওখানে হয়তো সেসিল কোনো মেসেজ পাঠাতে পারে। আমাকে অবাক করে দিয়ে সেসিল নিজেই ফোন ধরল। আমি যেদিন নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছি ওই দিন বিকেলেই সে নিউইয়র্কে ফিরেছে, জানাল সেসিল। আমি বললাম রাতের মধ্যে ফিরে আসছি বাড়িতে। তো, সেসিলকে নিয়ে সমস্যাটা দেখলেন তো।'

গল্প শেষ হবার পরে চুপ করে রইল সবাই কয়েক মুহূর্ত। তারপর নীরবতা ভেঙে রুবিন বলল, 'আশা করি সেসিল ঠিকঠাক মতো পৌঁছেছে।'

'ও, হ্যাঁ। ফেউদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে ও শুধু অস্পষ্ট হেসেছে, বলেছে, 'আমার ধারণা আমি ওদেরকে ফাঁকি দিতে পেরেছি, মি. ওয়েন। কিংবা গোটা ব্যাপার আমার কল্পনাও হতে পারে।

www.banglainternet.com

কেউ বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই ছিল না। তবে বাড়ি ফিরতে কোনো সমস্যা আমার হয়নি।'

'তাহলে সে নিরাপদেই বাড়ি ফিরেছে?'

'জি, মি. রুবিন।'

'প্রদর্শনীর কিউরিওগুলোও ঠিকঠাক ছিল?'

'সম্পূর্ণ।'

'আংটিটাও, মি. ওয়েন?'

'জি।'

রুবিন চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল, চেহারায় স্পষ্ট বিরক্তি। 'তাহলে তো আপনার কোনো সমস্যা দেখতে পাচ্ছি না।'

'কিন্তু ও আমাকে কেন বলল নর্থওয়েস্টওয়ার্ডে যাচ্ছে? পরিষ্কার শুনেছি ওর উত্তর-পশ্চিম দিকে যাবার কথা।'

হ্যালস্টিড বলল, 'সে হয়তো ভেবেছে তাকে অনুসরণ করা হচ্ছে তাই আপনাকে নর্থ ডাকোটার বাড়িতে সে যাচ্ছে বলেছে। তারপর অনুসরণকারীদেরকে ধোঁকা দিতে পেরেছে ভেবে কিংবা ওদের কোনো অস্তিত্বই নেই ভেবে সে পরিকল্পনা বদলে ফেলে, সোজা নিউইয়র্কে চলে আসে। তবে আপনাকে এ কথা জানানোর সময় হয়তো তার কাছে ছিল না।'

'সেক্ষেত্রে আপনার কি মনে হয় না,' একটু রেগে গেলেন ওয়েন, 'ওর আমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল? সে তো আমাকে মিস লিড করেছে, খামোকা নর্থ ডাকোটায় পাঠিয়েছে, অযথা দুশ্চিন্তায় ভুগিয়েছে। শুধু আমার জিনিস চুরি যাবার ভয় নয়, সেসিল খুন হয়ে রাস্তায় পড়ে রইল কি না ভেবে দুটো রাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনি আমি। এসব কিছুই ঘটেছে সে আমাকে মিথ্যে নর্থ ডাকোটা যাবার কথা বলার জন্যে। তাছাড়া, নিউইয়র্কে পৌঁছার পরে আমি বাড়ি নেই দেখে, তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে নর্থ ডাকোটা উড়ে গেছি বোঝার পরেও তার উচিত ছিল আমাকে ফোন করে বলল সে সহি সালামতে আছে। সে আমার নর্থ ডাকোটার বাড়ির ফোন নাম্বার জানে। কিন্তু সে আমাকে ফোন করেনি, এমনকি আমি বাড়ি ফিরে আসার পরেও কোনো রকম ক্ষমা প্রার্থনা করেনি।'

'আপনি নিশ্চিত যে সে জানত আপনি নর্থ ডাকোটায় গেছেন?' জিজ্ঞেস করল হ্যালস্টিড।

www.banglainternet.com

'অবশ্যই আমি নিশ্চিত।' আমি বরং বাড়ি ফিরে বলেছি, "সরি, তুমি বাড়ি ফিরে আমাকে পাওনি, সেসিল। জরুরি কাজে হঠাৎ আমাকে নর্থ ডাকোটা যেতে হয়েছে।" ওর তখন উল্টো আমার কাছে ক্ষমা চাইবার কথা।'

আবার নীরবতা। খানিক পরে গলা খাকারি দিয়ে গমগমে গলায় বলল আভালন, 'মি. ওয়েন, আপনি আপনার বাটলারকে আমাদের চেয়ে ভালো চেনেন। লোকটা আসলে কেমন?'

'লজিক বলে সে ক্যালাস,' জবাব দিলেন ওয়েন, 'তবে আমি জানি ও ক্যালাস নয়। আমি এমনো ভেবেছিলাম যদি এমন হয় সেসিল আংটিসহ অন্যান্য কিউরিও'র লোভে পড়ে গেল, তখন? সে যদি ওগুলো নিজেই মেরে দেয়ার চিন্তা করে থাকে? সে আমাকে বলেছিল তাকে কেউ অনুসরণ করছে। তখন আমি নর্থ ডাকোটা চলে যাই। এ সময়ের মধ্যে ও যদি আমার মূল্যবান জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলে ভান করে সব ডাকাতি হয়ে গেছে, তাহলে?'

রুবিন জিজ্ঞেস করল, 'সেসিল কি অসৎ প্রকৃতির লোক?'

'আমি তা বলিনি, তবে যে কেউ লোভের শিকার হতে পারে।'

'তা ঠিক, তবে অপরাধ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেত। কিন্তু আপনি তো সব কিছু ঠিকঠাক মতো পেয়েছেন। কিছুই খোয়া যায়নি।'

'তা বটে। তবে সে আমাকে বলল সে উত্তর পশ্চিমে যাচ্ছে, অথচ মন কেন বদলাল তা ব্যাখ্যা করেনি। ফলে এটা আমার কাছে তার একটা চালাকি বলে মনে হয়েছে। তবে এবার কিউরিও চুরি করতে সাহস পায়নি সেসিল, আগামীতে হয়তো পাবে।'

রুবিন জিজ্ঞেস করল, 'নর্থওয়েস্টওয়ার্ডের ব্যাপারে ওর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছেন আপনি?'

জবাব দিতে ইতস্তত করলেন ওয়েন, 'তা করিনি। জিজ্ঞেস করলে ও ভাবত আমি ওকে বিশ্বাস করছি না। তাতে আমাদের সম্পর্কটা নষ্ট হয়ে যেত। এখন জিজ্ঞেস করলে ভাববে বিষয়টা নিয়ে গত একটা বছর টানাপোড়েনের মাঝ দিয়ে গেছি আমি। দুঃখে হয়তো চাকরিটাই ছেড়ে দেবে সেসিল। তাছাড়া কী ব্যাখ্যা সে দেবে তাও বুঝতে পারছি না আমি। তবে জিজ্ঞেস করিনি বলে ওর উপস্থিতিতে আমার মন খচখচ করতে থাকে। আমি অপেক্ষায় আছি ও কী করে দেখার জন্যে।'

www.banglainternet.com

রুবিন বলল, 'এর মানে ওকে আপনি জিজ্ঞেস করছেন না অথচ ও যে অপরাধী তা ভেবে রেখেছেন। এতে আপনাদের সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। আর ওকে জিজ্ঞেস করার পরে সে যদি বলে সে নির্দোষ তাতেও সম্পর্কের অবনতি হতে পারে। ওকে আপনি জিজ্ঞেস নাই বা করলেন, কিন্তু ওকে নির্দোষ ভাবতে অসুবিধা কি ?'

'তা করতে পারলে ভালোই হতো,' বললেন ওয়েন, 'কিন্তু কিভাবে করব ? আলফ্রেড পেনিওয়ার্থের সঙ্গে আমার দীর্ঘ, মধুর সম্পর্কের কথা মনে পড়লে সেসিলকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। কারণ ও আলফ্রেডের ভাতিজা। কিন্তু একটা ব্যাখ্যা আমাকে পেতেই হবে। তবে প্রশ্ন করার সাহস আমার নেই।

ড্রেক বলল, 'টম ট্রাম্বুল যেহেতু পুরো ব্যাপারটা জানে—তুমি কী বল, টম ?'

বাধা দিলেন ওয়েন, 'টম আমাকে পুরো ব্যাপারটা ভুলে যেতে বলেছে।'

ট্রাম্বুল বলল, 'দ্যাটস রাইট। সেসিল হয়তো ভয়ে আর লজ্জায় বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে পারছে না।'

'তবে ও কথা বলেছে,' বললেন ওয়েন, 'স্বীকার করেছে অনুসরণকারীর ব্যাপারটা হয়তো তার কল্পনা ছিল। কিন্তু তার জন্যে আমাকে যে ঝামেলা পোহাতে হয়েছে সে জন্যে কেন ক্ষমা চাইল না ?'

'ক্ষমা চাইতেই হয়তো ভয় পাচ্ছে,' বলল ট্রাম্বুল।

'হাস্যকর কথা। আমি এখন কী করব ? ডেথবেড কনফেশনের জন্যে অপেক্ষা করব ? সে আমার চেয়ে ২২ বছরের ছোট, আমার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে ও।'

রুবিন জানতে চাইল, 'আপনি এ ব্যাখ্যা মানতে চাইছেন না যে সে ভয়ে আপনার কাছে তার কর্মকাণ্ডের জন্যে ক্ষমা চাইতে পারছে না ?'

'অবশ্যই না।'

'আর আপনি তাকে এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেসও করবেন না ?'

'না।' দৃঢ় শোনাল ওয়েনের কণ্ঠ।

'আর আপনি ওর চাকরিও খেতে চাইছেন না ?'

'না, বুড়ো আলফ্রেডের দোহাই, না।'

'সেক্ষেত্রে,' গম্ভীর গলায় বলল রুবিন, 'আপনি এমন এক গর্তের মধ্যে ঢুকে গেছেন, মি. ওয়েন, যে জানি না কিভাবে এ থেকে বেরুবেন।'

www.banglainternet.com

'আমি এখনো বলছি,' ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল ট্রাম্বুল,' বিষয়টা ভুলে যান, ব্রুস। ভান করুন এ রকম কোনো ঘটনা কখনো ঘটেনি।'

'তা পারব না।' ভুরু কুঁচকে বললেন ওয়েন।

'তাহলে ম্যানিই ঠিক বলেছে,' বলল ট্রাম্বুল। 'এ অবস্থা থেকে আপনার পরিত্রাণ নেই।'

রুবিন বলল, 'মনে হচ্ছে ব্লাক উইডোয়ার্সদের কেউ আপনাকে সাহায্য করতে পারবে না।'

'টেবিলে ব্লাক উইডোয়ার্সদের কেউ বসেও নেই,' বলল গোনজালো, 'তবে আমরা হেনরিকে এ ব্যাপারে এখনো কিছু জিজ্ঞেস করিনি। ও আমাদের ওয়েটার, মি. ওয়েন। ওর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন—হেনরি ?'

'বলুন, মি. গোনজালো,' সাইড বোর্ডে বসা হেনরি জবাব দিল।

'সবই তো শুনলে। মি. ওয়েনের কী করা উচিত বলে তোমার ধারণা ?'

'আমি মি. ট্রাম্বুলের সঙ্গে একমত, স্যার। মি. ওয়েনের বিষয়টা ভুলে যাওয়া উচিত।'

ওয়েন চোখ ঘুরিয়ে ডানে-বামে মাথা নাড়লেন প্রবল বেগে।

'তবে,' বলে চলল হেনরি, 'আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি। হয়তো মি. ওয়েন এর সাথে একমত হবেন।'

'কী সেটা, হেনরি ?' জানতে চাইল গোনজালো।

'আমি একটা ব্যাপার লক্ষ করলাম আপনারা সবাই মি. পেনিফোর্থ ফোনে কী বলেছেন তার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। তিনি ফোনে বলেছেন নর্থওয়েস্টওয়ার্ডে যাচ্ছেন। কিন্তু আসলে তা নয়। মি. ওয়েন যখন প্রথম ফোনের আলাপচারিতার কথা বললেন, তিনি জানালেন মি. পেনিফোর্ড বলছিলেন, "আমি নর্থওয়েস্টে যাচ্ছি" 'তাই নয় কী ?'

ওয়েন বললেন, 'হ্যাঁ। সে তাই বলছিল। কিন্তু 'নর্থওয়েস্টওয়ার্ড' আর 'নর্থওয়েস্ট'-এর মধ্যে পার্থক্য কী ?'

'পার্থক্য আছে। মি. ওয়েন। নর্থওয়েস্টওয়ার্ড-এ যাওয়া মানে একটি নির্দিষ্ট দিকে গমন, আর 'নর্থওয়েস্ট' বলতে তা বোঝানো হয় না।'

'অবশ্যই বোঝানো হয়।'

'না, স্যার। ক্ষমা করবেন, মি. ওয়েন, 'নর্থওয়েস্ট'-এ যাওয়া মানে কেউ নর্থওয়েস্ট এয়ারলাইন্সে চড়ে যাবে। আর এটা আমাদের অন্যতম বৃহত্তম এয়ারলাইন।'

www.banglainternet.com

দুম করে যেন চুপ হয়ে গেল সকলে। শুধু ফিসফিস করলেন ওয়েন। 'গুড লর্ড!'

'জি, স্যার। সেক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাখ্যা দেয়া এখন সহজ। মি. পেনিওয়ার্থ হয় তো ফেউ নিয়ে ভুল ধারণা করেছিলেন। আর করলেও ঘুর পথে যেতে হবে, এতটা দুশ্চিন্তা নিশ্চয়ই তার মাথায় ছিল না। তিনি আপনাকে বলেছেন তিনি নর্থওয়েস্ট এয়ারপ্লেন নিয়ে যাচ্ছেন, ইচ্ছে করে পুরো ব্যাখ্যা দেননি আপনি ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন ভেবে।

মি: পেনিওয়ার্থ ভেবেছিলেন যেহেতু আপনি জানেন তিনি নিউইয়র্ক যাচ্ছেন, কারণ তিনি আপনাকে "শীঘ্র দেখা হবে" কথাটি বলেছেন। আর দ্রুত ফোন রেখে দেয়ার কারণ তখন বোধহয় ফ্লাইটের সময় হয়ে গিয়েছিল।'

'গুড লর্ড।' আবার বললেন ওয়েন।

'ঠিক তাই, স্যার। মি. পেনিওয়ার্থ বাড়ি ফিরে দেখলেন আপনি বাড়ি নেই, নর্থ ডাকোটায় গেছেন। তিনি তো আর জানতেন না কেন আপনি নর্থ ডাকোটায় গেছেন, তাই এ জন্যে আপনার কাছে কখনো ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি। আর একজন ভৃত্য হিসেবে তিনি অধিকার রাখেন না কেন আপনি নর্থ ডাকোটায় গেছেন তা জানার জন্যে। আপনি যদি নিজে থেকে বিষয়টি তাকে ব্যাখ্যা করতেন তাহলে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান হতো এবং তিনি অবশ্যই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতেন। কিন্তু আপনি তাকে কিছুই বলেননি।'

'গুড লর্ড!' এ নিয়ে তিনবার শব্দটা উচ্চারণ করলেন মি. ওয়েন। 'খামোকা এ বিষয়টা নিয়ে ভেবে কষ্ট পেয়েছি আমি। সন্দেহ নেই, ব্যাটম্যান দারুণ এক ভুল করে ফেলেছে।'

'ব্যাটম্যান,' বলল হেনরি, 'যদি মানুষ হয় তাহলে এ ধরনের সুবিধে-অসুবিধা দুটোই ভোগ করে সে।'

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com